"নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে। "
তেমনই একটি নাম হচ্ছে " মুফজ্জিল আলী প্রাইমারী ফ্রি মেডিকেল সেন্টার। " এই প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম আজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে বর্হিবিশ্বে সুনামের সহিত উচ্চারিত হচ্ছে।
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা ভূমি সিলেট জেলার গোপালগঞ্জ উপজেলার অর্ন্তভুক্ত কুশিয়ারা নদীর পূর্ব তীরবর্তী একটি গ্রাম হচ্ছে বহর গ্রাম। নদীর তীরবর্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই বহর গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেছেন জনদরদী, সমাজসেবী, মানবপ্রেমী জনাব আব্দুল ওয়াদুদ স্যার। অল্প বয়সেই চাকরি নিয়ে পাড়ি জমান লন্ডনে। কিন্তু লন্ডনের আরাম আয়েশের জীবন তাঁকে গ্রাম তথা দেশের মানুষের কথা ভুলাতে পারে নাই, ভুলাতে পারে নাই দেশের মানুষের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা। তিনি প্রতিবছরই নাড়ীর টানে, মানুষের ভালবাসার টানে দেশে আসতেন এবং আসেন। তারই ধারাবাহিকতায় সেবার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে চালু করেন " মুফজ্জিল আলী প্রাইমারী ফ্রি মেডিকেল সেন্টার। " প্রথমে শুধু মাত্র চিকিৎসা সেবা দিয়ে শুরু করা হলেও সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সেবামূলক প্রকল্প সংযুক্ত করা হয়। এসব প্রকল্প সমূহ হচ্ছে বিনা মূল্যে ঔষধ সরবরাহ, মাসিক বয়স্কভাতা, গৃহ নির্মাণ, স্কুল ড্রেস বিতরণ, শীত বস্ত্র বিতরণ, ঈদ উপলক্ষ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ সহ বিভিন্ন সেবা।

২০০৯ সালে ক্ষুদ্র পরিসরে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্টানটি দীর্ঘ দশ বছরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে অনেক প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে আজ দেশের মাটিতে মাথা উঁচু করে আপন গৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। বর্হিবিশ্বেও এর সুনাম ছড়িয়ে আছে। এ যাবৎ অনেক বিদেশী নাগরিক প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করছেন এবং নিজেদের মতামত পরিদর্শন বইয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

২০০৯ সালের জানুয়ারী থেকে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪৫ হাজার রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদানসহ সম্পূর্ণ বিনামূল্য ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। যা ব্যক্তি উদ্যোগে সত্যি অভাবনীয়। (বিঃ দ্রঃ এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন প্রকার দান গ্রহণ করা হয় না, সম্পূর্ণ নিজের ব্যক্তিগত টাকায় পরিচালিত একটি ব্যতীক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান।)
প্রতিমাসে প্রায় পঞ্চাশজন মুরব্বিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়। যা ব্যক্তি উদ্যোগে বাংলাদেশে এই প্রথম। এছাড়া বেশ কয়েকটা স্কুলে স্কুল ড্রেস বিতরণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব আব্দুল ওয়াদুদ স্যার সম্পর্কে দু-একটা কথা না লিখলেই নয়। যদিও এ লেখাটা প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠাতার গুণের তুলনায় অতি নগণ্য। তারপরও বিন্দু মাত্র লেখার প্রয়াশ মাত্র। জনাব আব্দুল ওয়াদুদ স্যারের এই মহতী উদ্যোগের কারণে প্রতি মাসে শত শত দরিদ্র, অবহেলিত মানুষ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। যা বাংলার মাটিতে ব্যক্তিগতভাবে এক অকল্পনীয়।প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানের তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। সুদূর লন্ডনে বসে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তিনি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন। তা সত্যি চিন্তার বিষয়। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমী, কর্মঠ, মেধাবী ও আন্তরিক। মানব সেবাই তাঁর জীবনের পরমব্রত। তিনি সমাজে মানব সেবার রোল মডেল হয়ে বেঁচে থাকবেন।

পরিশেষে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত সকল শুভাকাঙ্গীদের জানাই আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠানের আজকের এই অবস্থান।
" জয় হউক মানবতার, জয় হউক আর্ত মানবতায় সেবায় নিবেদিত প্রাণের আকুতি।"

রিপন বিশ্বাস হিমু
সিলেট।